প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ভূতের আছর

মাস্টার জাহাঙ্গীর আলম

একথা দিবালোকের মত পরিষ্কার যে, আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির বহু রসালো বয়ান শুনলেও বাস্তবে আমরা সেই সোনার হরিণটির মুখ আজও দেখতে পাইনি। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত যারাই ক্ষমতায় গেছেন তাদের শ্লোগানেই শিক্ষার কথা, শিক্ষার উন্নয়নের কথা, শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধিসহ শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দানের বহু কথা শুনেছি। বক্তৃতা, ভাষণে শিক্ষার উন্নয়নের বহুমুখী বয়ান ও পদক্ষেপের ফিরিস্তি দিতে আমাদের নেতা-নেত্রীদের জুড়ি নেই। কিন্তু বাস্তব আর বক্তৃতা-ভাষণ কি এক? দেশের শিক্ষা খাতের বর্তমান অবস্থা কি সত্যই সন্তোষজনক? যদি তাই না হয় তবে এত অর্থ, এত আয়োজন, এত বরাদ্দ গেল কোথায়? আমাদের নেতা-নেত্রীগণের মনে জাতির এহেন প্রশ্নের উত্তর দেবার মত সৎ সাহস আছে তো?

যাহোক, সব মিলিয়ে আমাদের স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদ (?) নেতা-নেত্রীগণ বলতে গেলে আমাদেরকে একটি জগাখিচুরী মার্কা শিক্ষা ব্যবস্থাই উপহার দিয়েছেন। আর এহেন সেক্যুলার ও অর্থলোলুপ শিক্ষা ব্যবস্থার বদৌলতেই দেখছি শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, অস্ত্রবাজি, চাঁদাবাজি, আর একশ্রেণীর পেশাদার লম্পট আর মস্তান বাহিনী ছাড়া জাতি আর কিছুই পায়নি। বর্তমান আওয়ামী গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার প্রয়াসে শুধুমাত্র মাঠ গরমের কাজেই বেশী ব্যস্ত। নিহত পিতার স্বপ্নসাধ সেক্যুলার শিক্ষা কমিশন জাতির উপর চাপিয়ে দিতে তার চেষ্টার কোনই ত্রুটি নেই। এজন্য বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নমাখা গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানটির মতই। গণতন্ত্রের সৌধটিকে তিনি চাচ্ছেন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে। অথচ আজ পর্যন্ত তার অভাগা দেয়ালটি মাটির ওপরে ওঠে সূর্যের আলো দেখতে পায়নি। অবশ্য তিনি বুঝতে পেরেছেন কিনা জানি না। গত তিন বছর যাবত শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবেন বলে চিল্লাচ্ছেন কিন্তু অদ্যাবধি তা মোটেই সম্ভব হয়নি। ধর্মহীন, অনৈতিক সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা জাতি মেনে নেবে কিনা তা ভেবে দেখার সময় বোধ হয় তার হাতে আর বেশী নেই। তিনি বুঝতে পারবেন কিনা তাও জানি না। তবে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় রয়েছে বহুমুখী ভূতের আছর। আর ঐ কালো থাবার ভূতরে অবস্থায় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, আমাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, আমাদের জাতিসত্তা, আমাদের নিজস্ব সভ্যতা, সংস্কৃতি সর্বোপরি আমাদের অনুভূতির সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ একটি সুন্দর জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা আজও আবিষ্কৃত হয়নি। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে বটে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার একটির সুপারিশও বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা সত্যই একটি নাজুক, রুচিহীন কর্দমাক্ত চিত্ররূপ ধারণ করেছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার এহেন দুঃখজনক অবস্থার কারণগুলো হলো ঃ

(ক) সেক্যুলার জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ অবশ্যই আমাদের গণ ও নেত্রীগণ সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থায় বেশী আগ্রহী। ধর্মভিত্তিক নৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে তারা মনে করেন অগ্রসরমান বিচ্ছুর মত। অথবা এ যেন তাদের মতো গ্রামে-গঞ্জের চুতরার পাতা। ফলে ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থার কথা শুনলেই তাদের চুলকানি বেড়ে যায়। অথচ তারা শিক্ষার উন্নয়ন ও জাতীয় চরিত্র অর্জনের সুন্দর বয়ান করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ধর্মের আগমন জগত ও জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য, জীবনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। সৎ, বিবেকবান, চরিত্রবান, যোগ্য ও যথার্থ মানুষ বানাবার জন্য। জগতের সকল জঞ্জাল ও গ্লানি সাফ করে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার জন্যই ধর্মের আবির্ভাব। কাজেই ধর্মীয় শিক্ষা তো চুলকানি বাড়াবার জন্য নয়, বরং তা কমিয়ে জগতের কল্যাণের জন্যই দরকারী। কাজেই সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা নয়, বরং ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা একান্তই জরুরী। অবশ্য ধর্মীয় শিক্ষাকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা নয়। পৃথিবীর সকল ধর্মেই সত্যতার শিক্ষা নিহিত আছে। কাজেই সকল ধর্মের লোকদের বিষয়টা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। প্রত্যেক ধর্মীয় গ্রন্থে যেসব সত্য ও সুন্দর বিষয় নিহিত আছে তার আলোকেই সংশ্লিষ্ট ধর্মানুসারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে হিন্দুদের জন্য হিন্দুধর্ম, মুসলিমদের জন্য ইসলাম আর খ্রীস্টানদের জন্য খ্রীস্টধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা আবশ্যক। জাতির বর্তমান নীতিহীন ও অশান্ত অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য শিক্ষার সর্বনিম্ন স্তর অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণী থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক একান্ত জরুরী। জাতির এহেন সংকটময় মুহূর্তে এহেন ব্যবস্থাটি একবার অন্তত গ্রহণ করে দেখুন পরীক্ষা করুন— সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থার নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা কতটা ফলপ্রসূ।

(খ) বিভিন্ন দাতা ও সাহায্য সংস্থা ঃ দেশের উন্নয়নের স্বার্থে আমরা অবশ্যই দাতা সংস্থা ও বিদেশী সংস্থাসমূহের বিনিয়োগ কার্যক্রমকে উৎসাহিত করি। কিন্তু তাই বলে তাতে কি আমাদের স্বকীয়তাকে, আমাদের জাতিসত্তাকে বিলিয়ে দিতে হবে? আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের দেশে বেশ কিছু বিদেশী সাহায্য দাতা সংস্থা কাজ করছে। তাছাড়া বিভিন্ন রকম ও নামের এনজিও লন্ডনভিত্তিক, ওয়াশিংটন ভিত্তিক সাহায্যপুষ্ট কিন্ডার গার্টেন ইত্যাদি। সরকারের পাশাপাশি দেশে ৪৪ হাজার এনজিও তাদের নিজস্ব ধারায় নিজস্ব লক্ষ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মরত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এসব এনজিও ও বেসরকারী উদ্যোগের সাথে আমাদের সরকারী প্রচেষ্টার কোন মিল আছে কি? তাদের নাম যেমন ভিন্ন তেমনি উদ্দেশ্যও ভিন্ন। নিজস্ব স্বার্থ আদায়ে নিজস্ব পছন্দসই মানুষ বানানোর এ যেন এক শক্তিশালী মহড়া। একেকটি সংস্থা সরকারকে একেক রকমের শর্ত আরোপ করায় সর্বক্ষেত্রে বিভ্রান্ত অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। আর এহেন বহুমুখী শর্তের পূরণে আমাদের সত্যিকার উন্নয়ন হচ্ছে ব্যাহত। আর জাতি হিসাবে আমরা কি এতই অসচেতন যে, আমরা আমাদের স্বকীয়তা ভুলে গিয়ে তাদেরই পছন্দসই মানুষ হবার পাল্লায় নেমেছি? আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য বলতে কি তাহলে কিছুই নেই?. আমরা কি তাহলে এতই অযোগ্য যে, নিজেদের জন্য নিজেরা কিছুই করার যোগ্যতা রাখি না? আমাদের নেতা-নেত্রীগণ এ কথাটি একবার ভেবে দেখবেন কি? শর্তসাপেক্ষ এসব সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আমরা কি পাচ্ছি? বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রের মহড়া, শিক্ষার পরিবেশ নেই, প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলাদলি, হিংসা, হানাহানি দুর্নীতি, আর অনিয়মের ব্যাপকতা, সেশন জট, মেধাবী ছাত্রটি বাড়ীতে ফিরে আসছে লাশ হয়ে, যোগ্য শিক্ষক নেই, যোগ্য ছাত্র নেই— নেই যোগ্যতার পরিচয়! এর সমাধান কোথায়? কোথায় এর উপযুক্ত ব্যবস্থা আমাদের শ্রদ্ধেয় নেত্রী-নেতাগণ একবার ভেবে দেখবেন কি? এহেন নাজুক অবস্থার নিরসনে আমি জাতির বিবেকের কাছে কিছু সুপারিশ পেশ করছি।

(১) শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আরম্ভ করে জেলা শিক্ষা অফিসসহ সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেধাবী শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষাকে জাতীয়করণ করতে হবে। শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষ করে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা, সরকারী সুযোগ-সুবিধা ও প্রশিক্ষণ সুবিধাসহ জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হবে। শিক্ষকদের চাকরির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। তাদের সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

(২) শিক্ষার সকল স্তরে পরিদর্শন ব্যবস্থাকে জোরদার করতে হবে। পরিদর্শনে ঘুষ, দুর্নীতি এবং কঠোরতা পরিহার করে মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। উপযুক্ত অপরাধী চিহ্নিত করে তাকে ব্যক্তিগতভাবেই শাস্তির সম্মুখীন করতে হবে। একজনের দোষে অন্যজনের বেতন বন্ধ করা যাবে না। কোন প্রতিষ্ঠানের ৫ জন অপরাধীর জন্য ১৬ জনের বেতন বন্ধ করা যাবে না। দায়ীত্বহীন, ফাঁকিবাজ ও অদক্ষ শিক্ষকের স্থলে দায়িত্ববান যোগ্য এবং নৈতিক মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। দায়িত্ব পালনে সচেতন শিক্ষককে পুরস্কার প্রদান করতে হবে।

(৩) একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে সরকার, দাতা সংস্থা এবং বেসরকারী উদ্যোগের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। শিক্ষার সকল স্তরে নৈতিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে লেখক শ্রেণীর প্রতি অশ্লীল ও অনৈতিক লেখনী বন্ধ করতে হবে। পত্র-পত্রিকা, সিনেমা ও টেলিভিশনের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রচার ও গণমাধ্যমগুলোতে অশ্লীল ছায়াছবি ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী বন্ধ করতে হবে। তদস্থলে সততা ও নৈতিক গুণসম্পন্ন ছবি নির্মাণে নির্মাতাগণকে বাধ্য করতে হবে।

(৪) যতদূর সম্ভব সত্বর ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। শিক্ষালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের মেধা চিহ্নিতকরণ এবং শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার সকল স্তরে কর্মমুখী শিক্ষাকে আবশ্যিক করে পেশাভিত্তিক শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত ছাত্ররা যাতে রাজনীতিতে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। সকল দলের ছাত্র সংগঠন বাতিল করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতা ও মেধার ভিত্তিতে ভর্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। দলীয় রাজনীতির কালো থাবা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রজীবন থেকে প্রত্যাহার করতে হবে। পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা শিক্ষার ব্যবস্থাসহ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী, বিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক হিসাবে গড়ে ওঠতে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা বাড়াতে হবে। ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত সকল শিক্ষালয়ের অবস্থা ভালভাবে খতিয়ে দেখতে হবে। ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে সাথে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন করতে হবে। সত্যিকার মেধা যাচাই করে আদর্শায়িত অভীক্ষার সাহায্যে পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। প্রশ্নপত্র ফাঁস ও নকল প্রবণতাকে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।

সত্যি বলতে কি? শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর কাজটা সরকারের নিজস্ব। কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ঐ দেশের সরকারের ভাবমূর্তি ফুটে ওঠে। সরকারের ইচ্ছাই প্রতিফলিত হয়। কাজেই আমাদের সরকারকে অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে তারা জাতির চরিত্রকে কোন্ লক্ষ্যে গড়তে চান? নিজস্ব অবস্থান পাকাপোক্ত করতে? একদল শিক্ষিত, অনুগত বেকার দলীয় বাহিনী? নাকি সত্যিকার জাতীয় চেতনায় সমৃদ্ধ একটি উন্নত জাতি? যদি প্রথমটি হয় সরকারের লক্ষ্য তবে সেক্যুলার, জাতির ধর্মহীন অনৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থাই তার সার্থক হাতিয়ার। আর যদি লক্ষ্য হয় দ্বিতীয়টি তবে ধর্মভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সরকারী কৃপাণ আর খড়গহস্ত অবস্থা কেন? এক্ষেত্রে দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের নেতা-নেত্রীদের করণীয় কাজটির বোধোদয় হবে কি?

JUN 17 1999